যুগান্তর

তারিখ : 11 SEP-2008
পৃষ্ঠা -১৬- কলাম -১-

পাস করা ৯৯ হাজার শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হতে পারবেন না

মুসতাক আহমদ

এইচএসসি উত্তীর্ণ প্রায় ৯৯ হাজার শিক্ষার্থী এবার উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবে। এসব শিক্ষার্থী দেশের যে কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবে না। দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত হওয়ার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হতে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। তবে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বুধবার সংবাদ সম্মেলনে এক হিসাবে দেখিয়েছেন, দেশে উচ্চশিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। রেকর্ডসংখ্যক শিক্ষার্থী এবারের এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, অনার্স ও ডিগ্রি কলেজ, বুয়েট, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ হাজার ৬৯০টি। এসব প্রতিষ্ঠানে মাত্র ২ লাখ ৭২ হাজার ৬৯০টি আসন রয়েছে। আর এবার এইচএসসিতে সর্বমোট উত্তীর্ণ হয়েছে ৩ লাখ ৭১ হাজার ৩৮২ জন। উত্তীর্ণদের মধ্যে জিপিএ-৫ বা সব বিষয়ে ৮০ থেকে ১০০ নম্বর পেয়েছে ১৯ হাজার ১০৮ জন। এছাড়া জিপিএ-৪ থেকে ৫-এর মধ্যে পেয়েছে ৮১ হাজার ৬৬০ জন, জিপিএ-৩ দশমিক ৫ থেকে ৪-এর মধ্যে পেয়েছে ৭৩ হাজার ৪৪৭ জন, জিপিএ-৩ থেকে ৩ দশমিক ৫-এর মধ্যে পেয়েছে ৭৮ হাজার ৩৩৪ জন, জিপিএ-২ থেকে ৩-এর মধ্যে পেয়েছে ১ লাখ ৩ হাজার ১৭৬ জন এবং জিপিএ-১ থেকে ২-এর মধ্যে পেয়েছে ১৫ হাজার ৬৫৭ জন। আসন সংখ্যা আর পাসের সংখ্যার হিসাবে দেখা যায় এবার ৯৮ হাজার ৬৯২ জন কোথাও ভর্তির সুযোগ পাবে না। সংশ্লিষ্টরা জানান, এর বাইরে মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আরও ৫০ হাজার ৬২২ জন শিক্ষার্থী তো আছেই। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ থেকে জিপিএ-৩ প্রাপ্ত ৩৫ হাজার ৬৭৮ জন শিক্ষার্থী। সাধারণত আলিম পাসের পরে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের অনেকে অনার্স বা স্নাতক ডিগ্রির জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় জমায়। যদি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এরা ভিড় করে, সেক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায় আরও প্রায় ৩৬ হাজার শিক্ষার্থীর বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সে হিসাবে সোয়া লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীর ড্রপ আউট বা শিক্ষাজীবন ধরে রাখতে

শিক্ষার্থী : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

শিক্ষার্থী : ভেতর

বিদেশে পাড়ি জমাতে হবে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব মতে, দেশজুড়ে প্রায় ১৭শ' উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২ লাখ ৭৩ হাজার অনার্স ও ডিগ্রির আসন রয়েছে। এর মধ্যে ২৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ) অনার্সে দেড় লাখ, ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ হাজার ৩৩০টি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১ হাজার ৩৯১টি কলেজে ডিগ্রি লেভেলে ৯৭ হাজার ১শ', ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ২ হাজার ২৬০, ৪০টি বেসরকারি মেডিকেলে সাড়ে ৪ হাজার এবং লেদার, টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন ধরনের স্পেশালাইজড কলেজে আরও প্রায় ২ হাজার আসন রয়েছে।

এগুলোর মধ্যে আবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৬৭টি অনার্স কলেজ (আসন ১ লাখ ৩০ হাজার) ছাড়া ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার আসন সংখ্যা মাত্র ১৯ হাজার ৪শ', ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজের ২ হাজার ২৬০ এবং বুয়েটের ৮১০টিসহ এই মোট সাড়ে ২২ হাজার সিটই মূলত উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের টার্গেট থাকে। সে হিসাবে এবার পাসের হার ও উচ্চমানের জিপিএ তীব্র ভর্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে।

আর সম্ভাব্য ভর্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে যত দুশ্চিন্তা নিয়ে আসছে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য। কেননা বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মতো মানসম্মত প্রতিষ্ঠানে (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও বুয়েট) আসন মাত্র সাড়ে ২৫ হাজার। যদিও এছাড়া ৪০টি বেসরকারি মেডিকেলের সাড়ে ৪ হাজার এবং বিভিন্ন বিআইটি, লেদার টেকনোলজি, টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট ও বেশকিছু কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেড় হাজার আসন রয়েছে, তবে এগুলো শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের বেশি টানে না। কেননা, এগুলোর মধ্যে বিশেষ করে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের বিরুদ্ধে চিকিৎসা শিক্ষার নামে বাণিজ্যের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। ইতিপূর্বে দেশে ৪০টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিগত কিছুদিন আগে সরকার বেশকিছু মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দিয়েছে। এ অবস্থায় বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্যই অপেক্ষা করছে সব টেনশন আর দুশ্চিন্তার প্রহর।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ন্যূনতম একটি স্ট্যান্ডার্ড ফলাফলের অধিকারী হতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনের জন্য এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে জিপি ৬ পেতে হয়। এক্ষেত্রে ভর্তিচ্ছুর এসএসসির ফলাফল যদি ভালো হয় আর এইচএসসিতে ভর্তির আবেদনের জন্য কমপক্ষে জিপি-২ ধারীদের ভর্তির যোগ্য ধরা হয়, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেই এবার উত্তীর্ণ এক লাখ শিক্ষার্থীতে পূর্ণ হয়ে যাবে। ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা তো রয়েছেই। প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মালয়েশিয়া, ভারতসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চলে যাচ্ছে। এবার আসন সঙ্কটের কারণে বিদেশ গমনের প্রবণতা আরও বাড়বে বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছর মেয়াদি ডিগ্রি খোলার কারণে শিক্ষার্থীরা আবার পাস কোর্সে পড়তে অনাগ্রহী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্সে বিশেষ করে বেসরকারি অনার্স কলেজে শিক্ষার্থীকে খুব কমই টানতে পারছে; সেক্ষেত্রে সবার লক্ষ্য পাবলিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি। কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পছন্দের তালিকায় ও সাধ্যের বিষয়টি অনেককে আবার হতাশ করে।